সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহ তাপ।

অয়ং গ্রন্থঃ

পাবনান্তর্গত মালঞ্চী নিবাসিনাম্

শ্রীমধুসূদন সরকারেন

প্রণীতং প্রকাশিতঞ্চ।

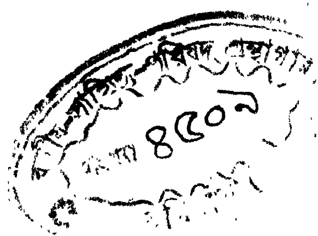
কলিকাতা,

১১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

দক্ষিণা প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

মূল্য ।০ আনা।



বিজ্ঞাপন।

স্বরচিত মিদং গ্রন্থঃ প্রলাপ পরি মিশ্রিতং।
কামিন্যা র্বিরহঃ শুচৈ শ্রুতির্যুগ সুখ করং॥

অস্যার্থঃ। সৌদামিনী রূপা কামিনীর বিরহ শোকে এই শ্রুতি যুগ সুখ কর বিলাপ পরি মিশ্রিত গ্রন্থ নিজ কৃত প্রণীত।

মঙ্গলাচরণ।

প্রণমামি তব পদং ভব বিপত্তি নাশনং।
মমাভিলষিতং দেব সফলং ক্রিয়তে লঘু॥

অস্যার্থঃ। হে দেব তোমার সংসার বিপদ নাশক চরণ প্রণাম করি। আমার অভিলাষ সত্বর সফল করেন।

কামুকা জল্পি তৈর্ভুপ রূপ হতা যথা প্রজা।
বৈব স্বতো মহারাজ জীবিতো দয়িতা ধনে,
নাশয়তি মহা ক্রূরঃ নমাং জ্ঞাত্বা দীন জনং।
গমিষ্যামি পতঙ্গেব দীপা নলং দ্রুত রহং

অস্যার্থঃ। যেমন কামুক অর্থাৎ কুমন্ত্রি দিগের বাক্য দ্বারা ক্ষৌণীভুজ দীন প্রজাকে পীড়িত করেন। সেই রূপ মহা খল যম রাজ আমাকে দীন জন না জানিয়া জীবিত প্রিয়সি ধনকে বিনাশ করিলেন। পতঙ্গের ন্যায় অর্থাৎ পতঙ্গ যাদৃশ দাহ পীড়া না জানিয়া দীপ দহনে প্রবেশ করে, সেই রূপ আমি অতি

সত্বর বিরহাগ্নিতে প্রবেশ করিব। এ তাপিত তনু ধারণে নিষ্ফল।

এই বিলাপ বিমিশ্রিত গ্রন্থে কেবল সৌদামিনী নাম্নী প্রণয়িণীর বিরহ জনক সন্তাপ রাশি পরিবর্ণন হইল। অত্রার্থ পুস্তকের নাম অঙ্গীকরণ পুর্ব্বক সৌদামিনী প্রণয়িণী বিরহ তাপ বলিয়া প্রথিত করিয়াছি। সম্প্রতি গুণীগণের নিকট আমার উন্মদ চরিত্র অপ্রকাশিত হইয়া সরল কৃপালু মনের সরলতা ভাব প্রকাশ হইলেই সফল প্রয়াস হইব। এবং ইহাই আমার অভিরুচি।

যে সকল নরাধম দুরাচার মনুষ্যেরা দাম্পত্ত প্রণয় রসে চির বঞ্চিত। কেবল পশ্বাদীর ন্যায় ব্যবহার করে। তাহাদিগের নিকট নিন্দনীয় কি হাস্যাস্পদ হইলে কিঞ্চিন্মাত্র ও পরিতাপের কারণ নাই। ফলিতার্থ এই গ্রন্থ দাম্পত্ত প্রণয়ানুরাগীর প্রিয় হইলেই আমার আঁশা পূর্ণ চন্দ্র সমুদিত হইবে।

সুশিক্ষিত চরিত এবং সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহ তাপ, এই দুই খান পুস্তক মুদ্রাঙ্কন হইল। অতি শীঘ্র জ্ঞান তরঙ্গিনী মূদ্রাঙ্কন হইবে। সম্প্রতি কেবল অর্থের অনাটন হেতু মুদ্রিত হইল না।

জেলা পাবনান্তর্গত মালঞ্চী নিবাসী
শ্রীমধুসূদন সরকার প্রণীত।

মনোপদেশ।

শ্রীশিহ্লন কবি বাক্যং

অরে চেতো মৎস্য ভ্রমণ মধুনা যৌবন জলে,—
ত্যজত্বং স্বচ্ছন্দং যুবতি জলধৌ পশ্যসি নকিং।
তনু জালী জালং স্তন যুগল তুম্বী ফল যুতং
মনোভুঃ কৈবর্ত্তঃ ক্ষি পতি রতি তন্তুং প্রতি মুহুঃ।

অরে চিত্ত মীন অধুনা যুবতির যৌবন ময় তরঙ্গিত জলে ভ্রমণ সচ্ছন্দ প্রকার ত্যাগ কর। যুবতি সাগরে কাম রূপী কৈবর্ত্ত যুবতির তুম্বী ফল যুক্ত স্তন যুগল রূপ এবং রমণ রূপ দৃঢ় রজ্জু নির্ম্মিত তনু শ্রেণী রূপ জাল প্রতিক্ষণ ক্ষেপণ করিতেছে। ইহা কি তুমি দেখিতেছ না, অতএব যৌবন জলে ভ্রমণ করিও না, যদি ভ্রমণ কর, তবে কামরূপী ধীবরের জালে বদ্ধ থাকিতে হইবে। দেখ মোহময়ী প্রমোদ মদিরা অর্থাৎ ঐহিক সুখাসব পান করিয়া সমস্ত জগৎ উন্মত্ত হইয়াছে। তুমি সুস্থির হও। বৃথা কল-ত্রিতাপে জ্বলিও না।

তরুণী সমারম্ভে তস্যাঃ শরীর সরোবরং,
সরভসং মনো হংস শ্রেণি প্রয়াসি কথং পুনঃ।
শ্রবন লতিকা পার্শ্বে পাশৌ প্রসারিত পাতি তৌ,
হত বিধি রশাদ্বন্ধায়া ন্ধোন পশ্যতি কিং ভবান্।

হে মনোহংস শ্রেণি তরুণী সমারম্ভে অর্থাৎ যৌবনোদ্যমে কামিনীর শরীর সরোবরে পুনর্ব্বার কেন সকৌতুকে গমন করিতেছ। হত বিধির আয়ত্ত হইতে তোমার শ্রবণ যুগল লতিকা পার্শ্বে বন্ধনের নিমিত্ত কামিণী গণ ভ্রু যুগল রূপ পাশ প্রসারিত করিয়া ফাঁদ পাতিয়াছে। তুমি কি অন্ধ, দেখিতেছ না।

তথাপি কামিনী গণের বিলাস সম্ভোগে কিসের নিমিত্ত কোন সুখে উন্মত্ত হইলে। তোমাকে বারণ করি। তুমি কখন কামিনী রূপ বিষয় বিষম্ বিষধর সমীপে গমন করিও না। করুণা নিধির করুণার প্রতি নির্ভর কর, এই বিষম বিষ বিষঙ্গ* প্রকাশিত দুরভি-প্রায়। দোষ দশন যুক্ত উৎকট বিষয় বিষধর সমীপ হইতে দূরে অপসর হয়। এবং ভূমি ভূজ দিগের নিকার† দহন জ্বালা করাল গৃহে আত্মাকে দগ্ধ করিতে অভিলাষী এবং কাম বতীর প্রেম কুটিল ও কালিন্দী লঘু লহরী বৃত্তি স্বরূপ কটাক্ষানলে বিদাহ হইও না।

গীত।

জ্বলিতেছি নিশীদিন দুখ নলে প্রাণ। দাবাগ্নি সমান ॥ দুখের ক্রন্দন, বলিব কি এখন, বলিতে বিদরে তনু ঘুরিছে নয়ন।

শ্রীকৃষ্ণোক্তি বিলাপ।

গীত।

উঠ জাগ রাধে, প্রভাতিল কাল নিশী, প্রেম সুখ নাশিনী। উদিল দুরন্ত রবি, শুখাইল প্রেম সিন্ধু নীর। তব পোষা চাতক চাতকী, সোহাগিনী কপোত কপোতী, বিনয়ে ডাকিছে তারা, উঠ চন্দ্র মুখী। বলিতেছে কোকিল কোকিলী, আকুল হৃদয় ধরি মধুর সুরবে। ভুবন মোহিনী রাধে বিদ্যুতের মালা, এসুখ শয়ন ত্যজ। নবমেঘ ক্রোড় উজ্জ্বল ঝলকি। দশ দিশি বিকশিল বিবিধ কুসম, পূরিল সৌগন্ধে কুঞ্জ দেবের বাঞ্ছিত। উঠ ধনী কেশব রঞ্জিনী। চাঁদমুখী চাঁদের কোণা তুমি, ভ্রমর কুল মদাবৃত মনে, তব মুখ বিধুপানে পিরিতির রসে, গুণ গুণ তান করি ধাইছে সুগতি।

---

* বিষঙ্গ। সংসর্গ।
† নিকার। নিগ্রহ।

প্রভাতীয় মৃদু বাতে তরু লতা দল, বিতরিল সুহিল্লোল নিশা জাগরিত তব অলসিত কুচে। লোকে পরে জানিবে। প্রেমেশ্বরী অব্যাজে চলহ তুমি আপনার পুরী। জাগরিল তব প্রিয় জন, কূলজা অবলা তুমি, তেঁই করি ডর। নব ঘন ঘন ঘন কহিল তোমায়। কি কাজ বিলম্বে সতী যায় নিজ গৃহে। নীর বিল এই বলি, মদাবিল কোকিল কাকলী। সুচন্দ্র বদনে, এ দাস তোমারি। রে চাঁদ মুখী, চাঁদের ভাণ্ডার তুমি। আমার প্রিয়সি, নিশাজাগরণে তব অলসিত তনু,কি বলব আমি। নিশীর বিলাসে, যার অলসে বিভোর বপু, কেমনে ভেটিবে সে আপন মন্দিরে, নিরমল সুপ্রভাত সুখাস্বাদ ত্যজি। প্রভাতীয় প্রেম সুখে শয়ন দোঁহার, নিঠুর নিদয় বিধি বঞ্চনা করিল। কোকিলে, রাই জাগে পুনঃ ঘুমে মুদে আঁখি, আহা নিদ্রা নাই কেমনে জাগে, কমলাঙ্গোপরি শোভে দূকুল নীল সারি, কোটি চন্দ্র শত রবি ঝলকিছে তাহে। তারা কুল নখরে সাজে, জলদ শ্যামল পতি শোভে তার বামে। বক্ষরুহ বক্ষে দুলে অতি অনুপম, দূরহতে গাত্র দহে, সুশীতল স্পর্শে। ওষ্ঠদ্বয় রক্তাকৃতি রক্তোৎপল সম। ওরসে মানস ভৃঙ্গ ধাইছে সুগতি, নিন্দিত কেশরী কুল সুনিতম্ব বিম্বে সুশোভিছে সুবর্ণ মেখলা, মানিক প্রবাল মণি মুকুতা জড়িত। ভূষণে ভূষিত রাধে, দাড়িম্ব রোয়ার নিভ দশন শ্রেণীর, কজ্জ্বল আকার মিছি শোভিছে চৌদিকে। আলুয়িত শ্যামল কুন্তল, স্খলিত কবরী বেণী, উলঙ্গিনী প্রায়, বিনোদিনী দুলি আলুয়িত ভাবে পড়ল শর্য্যায়, কনক চম্পক গোলাপ টগর জাঁতি যুতি বিবিধ প্রসুন গ্রথিত। কেমনে ললনে তোমা ত্যজব সম্প্রতি। এতেক বিলাপি হরি শ্রীরাধা রমণ, তিতি অশ্রু জলে কাঁদি মজিল সাগরে।

সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহ তাপ।

গ্রন্থকারের স্ব দুঃখ বিরহ বিবরণ।

কোন এক অনুত্তমা নায়ীকার বিরহ বেদনায় প্রকাশ।

হে চন্দ্র সুন্দর মুখী মৎ প্রাণ স্বরূপে এই সু দৃশ্য মান মন রমনীয় মন্দানিল মণ্ডিত সুবিরল সু প্রভাত সময়ে নক্ষত্রেশ রোহিনী পতি সুধা নিধি পূর্ণেন্দু কল্লোলিনী বল্লভ বেলা হইতে সমুদিত হইয়া অলক্তগ রাগ রঞ্জিত সুগোলা কৃতি মর্ম্মথ শরানল পূর্ণ অপূর্ব্বতম স্তন যুগল ধারিনী রমণ রমনীরে রঞ্জন পুরঃসর এবং সেই রমণ হীনা মন্মথ নদী স্বরূপা পুণ্ডরীক পলাশাক্ষি বিধূ বদনার প্রতি সুনেত্র পাত করতঃ তাহারে ব্যথিতা করিয়া মোহনা তিশয় বেশ বেষ্ঠিত হইয়া অস্তাচলাভিগমন করিলেন, অমনি সে মত্রাননা কূলজ বধূর পুণ্ডরীক পলাশ চক্ষু হইতে বিপ্রকীর্ণ উদকের ন্যায় শোকজ বারি বিন্দু স্খলিত হইতেছে। হে পীত কৌষেয় বাসিনী প্রিয়তমা অনুচারিকে এসুখময় সময় জীবিত নাথ হীনাঙ্গনা কীদৃশী পুষপায়ূধের দুরন্ত আয়ূধ সুকোমল হৃদয়ে সহ্য করিতে পারে। যাদৃশী জনক তনয়া লঙ্কেশ শঙ্কাকুলা হইয়া অপাংনাথ তোয় প্রবাহে ঋতু কুলপতি বসন্তা-গমে স্বনাথ বিহনে নিমগ্ন হইতে অভিলাষ করিলেন, অয়ি অনুগতে এ সুখময় কালে আমিও নিধন বাসনা করিতেছি। দেখ, অন্তরঙ্গিণে সুবর্ণ মণ্ডিত দিব্য রথারোহন করিয়া সহস্র রশ্মি রবি দিনমণি সমুদিত হইলেন, স্বকান্তি বিশিষ্টা উষা সতীর রজতাভ বর্ণতম ক্রমশ সু মলিন হইতেছে। এবং মন-হারী উষার বিনোদ বিমোহন শুভ্র বরণ প্রমলিন বিলোকনে

অনুতাপিতানলে প্রজ্বলিত মস্তক পুরুষের ন্যায় ইতস্তত ঘুর্ণয়মান হইতেছি। রে আয়ত লোচনে কালের কি আশ্চর্য্যতম গতি, কি আশ্চর্য্যতর নৈপুণ্য কৌশল, যে মনোরমা উষাকে এখনি সুশুভ্রা চমৎকারিনী সুহাস্য বদনী বিরল ময়ী দেখিয়াছি। আবার এক্ষণ উহারে অশ্রু পূর্ণাধরে কেবল ক্রন্দন করিতে দেখিতেছি। এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে রক্তিমা কৃতি বিশিষ্টা দেখিয়া বোধ হয় তরুণ ভানু বুঝি উহারে গ্রাস করিয়াছে। রে অনুস্যতা দাসী, নাথ প্রবাস গমন সময়ে দেব পতি বাঞ্ছিত প্রেম সুধা দানে অধীনারে সুখিনী করিয়া কহিলেন, শ্রেষ্ঠাননে কি ভয় তোমার, অতি সত্বর স্বকার্য্য নিচয় সাধন করিয়া পুনরাগমন করিতেছি। এই বলিয়া প্রাণেশ্বর সুরজিত ভবন হইতে একটী সুধামৃত পরিপুর্ণ সরস ফল আনিয়া মম হতভাগ্য ভুজ লতায় অর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মৃগাক্ষি, হে প্রেমতোয়ধি, আকুলিত হইওনা, স্থৈর্য্যাবলম্বন কর, যেমন বসন্তানিল মন্দ মন্দ ভাবে বহমান হইতে থাকে। নাথ সেই রূপ সুধীর গমনে মম প্রতি নিরীক্ষণ করিতে আমার নয়নের অন্তরাল হইলেন, বহুদিন অতীবাহিত হইল। অদ্যাপি নিদারুণ বিধি পুনর্ম্মিলন করিলেন না। এই সুখময়ী আনন্দময়ী শুভ্র উষার সমাগম সুখে বনপ্রিয় কোকিলকুল রসালফলামৃত স্মরণপুর্ব্বক বিমত্ত কুঞ্জর পতির নিভ প্রমত্ততায় বিভোর হইয়া অহরহ তাল তমাল মালা মণ্ডিত এই তটিনী তীর কাননে সুমধুর কল কল ধ্বনি করিতেছে। রস লোভী ভৃঙ্গ ভৃঙ্গী দল নলিনীর মধ্বা স্বাদনার্থ মধুর হইতে মধুরতর ঝঙ্কার করিতেছে। পতি বিরহিতা নব কুল সম্ভূতা নবীনা কূলবধূ কুল কুলমান সরমে মদনাগ্নির তাপে দাহ হইতেছে। শীত রশ্মি চন্দ্রিমা সদৃশ মলয়ানিল দল মন্দ মন্দ ভরে বহিতেছে। অর্থাৎ যাদৃশ শীতশ্চন্দ্র সুশীতল শীরণামৃত বর্ষণ পূর্ব্বক নিখিল

ভুবনস্থ সর্ব্বভুত হৃদয় ও নয়নদ্বয় পরিতুষ্টি করেন, তাদৃশ মলয়গন্ধ রস সুশীত সুগন্ধ মিশ্রিত সুধাময় সুহিল্লোলে মদীয় বিরহ জনন উত্তপ্ত হৃদয় পঙ্কজে সুস্নিগ্ধ স্বরূপ মদনাগ্নি রোষানলে প্রজ্জ্বলিত করণানন্তর কুটিল ভুজগ সদৃশ প্রাণরে অহর্নিশী কুটিলতা মানসে মন্দ মন্দ স্বনে বহমান হইতেছে। হে দয়িতে তাহে আবার বিবিধ কুসম মালায় বিভুষিত হইয়া বসন্ত দেবী স্বকীয় বিনোদ সহ ভ্রু ভঙ্গি দ্বারা তম্মনস্থ বিরহ জ্বালা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন। আমি শুদ্ধাদ্বৈত মতাবলম্বী এবং পবিত্র প্রণয়ের চির দিন অনুরাগী, আপনার একান্ত অনুগত দাস। দান দয়া সত্য নিষ্ঠ প্রভৃতি পবিত্র কার্য্য এবং পারলৌকিক চিন্তা আমার জীবনের একান্ত উর্দ্দিশ্য, আমি একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নান্যাস্তি কিঞ্চন। তদ্ভিন্ন অন্যমতাবলম্বী নহি। তথাপি দুর্দ্দৈব বশতঃ দৈব ঘটনায় কোন পাপাপরাধে যে প্রিয়ে তোমার চির বিচ্ছেদে জ্বলিতেছি তত্ত্ববিষ্যংভাষ ভবিষ্যতঃ বক্তা ধাতা ভিন্ন এসামান্য ক্ষুদ্রতম মানব কীদৃশ বুঝিতে পারে। হে সুদয়িতে আবার বিষমতম প্রখর অনুতাপান্তরে গোলাকারা পৃথিবী দেবী নিজের অনির্ব্বচনীয় অপুর্ব্ব দৃষ্ট রূপ রাশি প্রকাশিত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বচয় অব বোধক জীব লোকে প্রতিভা করিতেছেন। ঐ অপরূপ কান্তি কদম্ব বিলোকন পুরঃসর শিশু বালক নিকর স্নেহময়ী জননীর প্রীতিময়ী সুকোমল ক্রোড়াশনে উপবেশন করিয়া ললিত মধুর স্বরে স্বপ্রসন্ন বদন শশধরে মৃদুতর বিহাস্য করিতেছে। সন্তাপ নাশিনী প্রসন্ন বদনা স্মর প্রিয়া উষা সতীর সুধাময়ী অপূর্ব্ব দৃষ্ট সৌন্দর্য্য রাশি অবলোকন করিয়া কূলজ কূল কামিনীগণ গণ দেবতা নামোচ্চারণ করত কক্ষে সুবর্ণ কলসি লইয়া মধুর নিতম্ব এবং অমৃত পূর্ণ অদ্রিমাকার কুচ যুগল দোলা-য়মান পূর্ব্বক কর্পুর সুক্ষীর মিশ্রিত কাম সরোবর হইতে সুধা সম

সুমিষ্ট সুশীতল সুজল হইতেছে। এবং ঐ কাম রসস্থিত সুবারি দ্বারা প্রেম তর্পণ করত মনোরঞ্জন রসিক নায়ক বর সহ পুনঃ ঐ সুধাময় সলিলে অবগাহন নিমিত্ত করে করার্পণ করত এবং কেশ পাশ আলুয়িত করিয়া সমস্ত বঙ্গ বাসিনী মহিলা বৃন্দ সুগীত ধ্বনি করতঃ ঐ সরোবর জলে ধীরে ধীরে যাইতেছে। স্নানান্তর ঐ সকল রমন রমনীচয় দেব পতি হস্ত স্থিত কার্ম্মুক নিন্দিত ভ্রূ ভঙ্গিমা দ্বারা এবং সমুজ্জ্বল তারাকারা নয়ন যুগলের দৃষ্টিপাতে তন্নদী তীরস্থ ব্রহ্ম নিষ্ঠ তাপস বর্গের অভ্রান্ত সমাধান এবং বিদ্যা নদী মাতৃকক্ষেত্রে অবগাহিত চিত্ত পক্ষীর বিদ্যা বিষয়ক স্মৃতি নৈপুণ্যতা বিভগ্ন করাণান্তর সরল সুনত শান্তি পূর্ণ অকাম অকণ্টক হৃদয়াভ্যান্তরে রতি পতি কন্দর্প জ্বালাগ্নির বিশেষ উত্তেজনা করিতেছে। আহা চাঁদমুখি সুকেশী সুলোচনে দেখ যেমন কানন রাজী যামিনীর দীপ চন্দ্র, আপনি পতি হৃদয় সুরঞ্জিনী পতি দেবতা সুযৌবনা, এবং তেমনি আমার প্রাণধন মন কুরঙ্গ নয়ন ও চপল হৃদয় পঙ্করুহের বিকচ পঙ্কজ নিভ অপূর্ব্বতম জগন্মোহিনী চন্দ্রিমা প্রাণা চন্দ্রিকা যেমন নৃপতি জনকাত্মজা রঘু কুল মণি রাবনারি প্রজারঞ্জন রঘুবর রমণী সীতা দয়া নিধি গুণ মণি রামচন্দ্রের অতোয় আমিষ সদৃশী প্রাণ সমা হৃদয় দীপ পূর্ণ চন্দ্রিমা। রে প্রাণ সমে, তদীয় বিরহে কি প্রকার ভঙ্গুর জড়ময় বৃথা দেহ বহন করিব। হৃদয়স্থ আনন্দ সমীরণ ক্রমশ দুর্ব্বল এবং ক্ষীণোন্নতি হইতেছে। বল প্রাণ প্রিয়সি সুচরিত্র বিভূষণে, এতাবিক নিদারুণ বিরহাগ্নি মম সুকোমল ক্ষীণতম তনু সম্বন্ধে অসহ ভারবৎ অসহ্যকর। বিনোদিনে তথাপি তব স্নেহাপ্যায়িত গুণ এবং অপূর্ব্ব শোভাকর স্তন যুগলামৃত বিন্দু আস্বাদনে পরাঙ্মুখ মম সম্বন্ধে দুরাক্রমনীয়। হে বিধাতঃ মণি বিয়োগিত ভুজঙ্গ সমান অজস্র নয়ন জলাভিসিক্ত

হইয়া প্রতি তরু কুল তলেও প্রতি গিরি কানন রাজী বিরহ কালগ্রাসিত মণির জন্য ভ্রমিতেছি। এই রূপ অভিলষিত মনোরম প্রিয় পদার্থ নিকর বিসর্জ্জন দিয়া কেবল আপনার নিমিত্ত অহরহ বিষাদ হৃদয়ে শোকজ মনে নেত্র জলাদ্রীত বয়ানে সুবিরল গহনে ক্রন্দন করিতেছি। তথাপি তোমার সহ পুনঃ সংসর্গ ঘটনা বন্ধ ও মধুর সুমিলন এ হতা দৃষ্ট চিরদুঃখীর বিদাহ অপ্রসন্ন কপালে কিছু মাত্র প্রকাশ হইল না। হে চন্দ্রিমাননে যোধ বীরগণ করাল মুরতি ধারণানন্তর ভীম তম নিনদে শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি করতাল মৃদঙ্গ মুন্দিরা ঝাঁঝরি বীণা সপ্তস্বরা এবং পটহ প্রভৃতি সুবাদ্য যন্ত্রাদি দ্বারা সুবাদ্য করত এই বসন্তানিল বিমণ্ডিত শংসন যোগ্য ঋতু পতি বসন্তাগমে মদীয় বিরহ জনন উত্তপ্ত বীভৎস হৃদয় পরি শঙ্কুচিত করিয়া নিখিলাত্ম বৈরিকেও নিরস্ত্র ধর অশিক্ষিত পামরকে বধিবার জন্য অশুভাতীশয় যাত্রা করিলেন। যাদৃশ এই সুদৃশ্য মানা মহী মণ্ডলে অসহায় অকিঞ্চিৎ কর সরল মনুষ্য প্রতি তন্নিকটস্থ এদেশীয় ধন গর্ব্বিত অশিক্ষিত দুরাচার তাহার বিনাশার্থ তাহার প্রতি নিরন্তর অহিতা চরণ এবং অত্যাচার প্রভৃতি নৃশংস কটুক্তি ব্যাবহার করে। তদীয় বিচ্ছেদ অনল রূপ কৃতান্ত কিঙ্কর এই রূপ বিদগ্ধ মাধবের ন্যায় বিদগ্ধ করিতেছে। তৎপর বিপক্ষীয় সেনাপতি ঘোরতর রোষান্তঃ করণে যুদ্ধার্থ সৈনিক দিগকে আদেশিলেন, এ ভয়ানক সময় ভীরু সঙ্কুচিত মানুষ্যের সদগতির উপায় কি। হে বিশুদ্ধ প্রণয়িনে। এই প্রেম বিরহ সংগ্রামে পুনর্ম্মিলিত হইয়া একবার অনুগতে অভয় বিতরণ করুণ, পঙ্কজাননে দুঃখের সময় পরিতাপ স্বরূপতই আবির্ভূত হয়। এই জন্য ক্রমশ অনুতাপ বিসর মদীয় হৃদয়কে আক্রান্ত করিতেছে। সুভদ্রে কি পরিতাপ আবার সরস তরুণ তরুবর হইতে নূতন কিশলয় কুল মলয়া নিলজ নিকর্ষণ

সূত্রে বন ভুময় ভিতরে মন্দ মন্দ স্বনে আপতিত হইতেছে। পুষ্পিত বল্লীকুল এবং ফুল্ল কোকনদ বিকচ হইয়া সুযৌবনীর সুযৌবন গরিমা খর্ব্ব করিতেছি। যেমন কুমদ কুল কুমদ বান্ধব অদর্শনে পঙ্কিল ময় সলিলে অশ্রুজলে আর্দ্রীভূত হইয়া ক্রন্দন করে। আমিও ঐ রূপ অভিলসিত কামনা পরিহীন হইয়া একাকী বিধুর হৃদয়ে রোদন করিতেছি যেমন কুরঙ্গ নিকর ব্যাধ রূপ বিপদ প্রান্তরে নিপতিত হইলে সুচকিত কুরঙ্গী কুল চকিত লোচনে হরিণ প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণ বিনাশ শঙ্কা কুলা হইয়া ক্রমশ ধাবমান হয়। এ প্রেম প্রলোভী অধিনন্ত এই রূপ ত্রাসিত হইতেছে। বিকচ নলিন নলিনী দল নলিনী বান্ধব অংশু মালী প্রতি একদৃষ্টে স্থিরতা নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে এবং নলিনী কুল কুমদ বর্গের বিপত্তি বিলোকন পরঃসর বিহাস্য করিতেছে। চন্দ্রোদিত যামিনী সমাগমে কুমদী বর্গ দুখিনী দিননাথ হীনা নলিনী চয়কে নিন্দিত বচনে পরিহাস্য এবং পূর্ব্ব কৃত অপমান স্মরণ করিয়া যৎপরংনাস্তি ভৎসনা করিল। এই সু সুন্দরী অপরূপ কান্তি বিশিষ্টা মনোরমা অবনীস্থ বাস ভবন কেবল দুঃখময়, যাহা অজ্ঞান তিমির পরিবৃত দিগের সুখ প্রদায়িনী। এই ভয়ানক সংসার প্রথমতঃ দেখিতে অতিশয় মনোহর, কিন্তু স্থিরতা ভাবে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা অবলোকন করিলে কেবল মাত্র অপরিসীম ক্লেশকর শোক তাপ বিষাদচয় প্রত্যক্ষতা হয়। সুখ চিহ্ন কথঞ্চিৎ দৃশ্যমানও হয়না, এসংসারে করুণাময় গুণ নিধির শতদল সুশোভিত রবি শশীর অংশু মণ্ডিত চরণ ভিন্ন অনুতাপ বিষাদ নিবারণের এবং মনোভিলাসিত বিষয় পুরণের কোনই উপায়ান্তর নাই। সুবুদ্ধিমান সুমান ও বুদ্ধিবতী শ্রীমতি গুণবতী ললনা শয়ন শর্য্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃ স্নাণ তর্পণাদী নিমিত্ত জহ্নু তনয়া জলে অভি গমন করিলেন।

এবং উভয় স্থান তর্পণাদী সমর্পণ পুর্ব্বক আনন্দ হৃদয়ে পুনর্ব্বার প্রাণ নাশক ভ্রম সংকুল গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হে সুন্দরিতে হায় এমন সুখের দিন অদ্য অন্ধকার রূপ ভীমতম রাহু প্রনাশিত করিলেন। এ চিরদুঃখী প্রাঙ্গনে স্ব পত্নী সহ ব্রত পালন সাধন অপ্রকাশিত ভাবে পর্ব্বত গুহা সমসংগোপনে নিহিত। প্রকাশন বিরহিত। উচ্চৈ স্বরে বিবিধ কুসম মালা ও বিবিধ শৈল কাননরাজী জল্গাধার বিশ্বরাজের মহিমা পুঞ্জ মহীয়ান করিতেছে। ফলবতী তরুগণ এক শ্রেণী রূপে সুফল ভরে বিনত হইতেছে। অয়ি প্রিয় বান্ধবে অধুনাতম সুখ ময়ী উষাসতী কাঞ্চনালঙ্কারালঙ্কৃত হইয়া কোপানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া আগমন করিলেক। এসময় হৃদয় রমণ হীনা হইলে নারীর কমল হৃদয় কি প্রকার তাঁর কোপাগ্নি ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। এই যৌবন প্রসূন দুদিন পরে ব্যাপৃত থাকে। বহু কাল একাবস্থায় থাকে না, চির দিন যৌবন কদম্ব অনিত্য জড়। বাল্য যৌবন বাৰ্দ্ধক্য জরা মরণ জড় দেহের প্রাকৃতিক নিয়ম, অনিত্য শরীর ধারণ করিলে সুখ দুঃখ রোগ অরোগ শোক বিষাদ ভ্রম লিসপা এবং এক দিন অবশ্যই মৃত্যু হইবে। তখন তাহার জন্য এত অধিরতার প্রিয়োজনতা কি। এ সকল বিষয়ক জ্ঞান অবিদিত নহি। তথাপি মম ব্যালোলমন বায়ুতে একান্ত অধীর হইতেছে। রোম হর্ষ পুলক নিস্তব্ধ নিরানন্দ আনন্দ বিষাদ ঘর্ম্ম ক্রন্দন হাস্য ইত্যাদি অষ্ট বিধ সাত্বিক নব নব ভাবাঙ্কুর স্বভাবতই ভাব রস পূর্ণ শরীরে সমুদ্দীপিত হয়। অত্রার্থ মম প্রেমজ তনু সহজই বিগলিত হইতেছে। নাথ কদাচন মম প্রতিকূল নহেন, সর্ব্বদা অপ্রতিকূল, একাত্মা এবং অৰ্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ এজন্য মম দগ্ধ হৃদয় অনু দিন পরি ব্যাকুলিত হইতেছে। হিতোপদেশ দ্বারা মন কিছুতেই জাগ্রত হয় না, কেবল অনর্থক

বিষয়ার্থ ক্রন্দন করিতেছে। বিফল ক্রন্দনের ফল কি। সুতরাং তাহা নিষ্ফল জনক। এ সংসারে জগদীশ্বরের জন্য ক্রন্দন চির সম্বল হইবে। বাহ্যবস্তুর প্রতি নিরাসক্ত আত্মজ্ঞানীযোগীর ব্রহ্মো· পায়ের প্রধান সোপান। তথাপি মন আত্মরুচিত ফল মূলাহার বল্কল পরিচ্ছদ কুশ সমিৎ সংগ্রহ কুরঙ্গ গণের গুহ্যতম সুবিরল স্থানাণ্বেষণ সুখদ তপোবন সংস্থাপন করে না, মৃত জন প্রতি শোক স্থাপন কেবল মাত্র ভ্রম জনক, কেননা তাহার সহ পুনর্ম্মি-লন হইবার সম্ভাবনা নাই। রে সখী স্নেহ দারিনে এক্ষণ স্নেহজ প্রবোধের প্রিয়োজন নাই। আর কখন প্রবোধ বচন বলিওনা, আশাবল্লীকুল ফলবান তরুর সমশ্রয়াভিলাষে ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এসময় প্রবোধের প্রয়োজন কি। প্রলয় পবনে যদি হিমালয় গিরি হটাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তন্নিক টস্থ কিম্বা তৎ-শৃঙ্গোন্নতি দেশ নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবচয় কি সেই সময় স্বজীব মান থাকিতে পারে, কখনই না। নাথের অন্তরালে যেদিন অবধি থাকিতে হইয়াছে সেই দিন হইতে প্রাণ ধন মন যৌবন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অভিগমন করিয়াছে। এক দিন এক যুগ সম প্রতীত হয়, যেন প্রলয় কালান্তক মেঘ রাশি প্রচণ্ড প্রলয় পবনা-কর্ষণে ঘূর্ণয়মান হইয়া অধিনাকে গ্রাস করিল। এঘোর বিপত্তি হইতে সমুদ্ধারণের আশ্রয়ান্তর নাই। নিবাদরূপ বিপদ জাল পতিত ভীরু কুরঙ্গীর যাদৃশী কোন উপায় রহিত, বিপদাক্রান্ত ইতস্তত ঘূর্ণিত কুরঙ্গী যে দিক অগ্রসর হয়, ঘোরতম। আপদ বিলোকন করিয়া আকুল অন্তরে কেবল রোদন করে। রে অনুসূয়ে কবে মম সুদিন হইবে। তাঁহার সহ একাসনোপ-বেশন করিব। হতভাগিনী দুঃখিনীর ভাগ্যে আশা তারার উদয় পরিশোভন এ ঘোর তম পূর্ণা অমানিশিতে সম্ভাবিত কি, সুরঙ্গিনে এই শিরীষ কুসম কমলে স্বনাথ বিরহ জনক অসহ্য

হৃদ্গাত অসুলভ লভ্য বজ্র বজ্রাঘাত বেদনা বৃন্দ কি রূপ সংধারণ করিব। এই রূপ নিরন্তর শোকজ কারণ্য পূর্ণ সুমিষ্ট মধুর বচনে সে ধীরা অনুগ্রহিতা প্রণয়াণু গতা নুত্তমা নায়ীকা রত্ন শুচ যুক্ত চিত্তে নীর জড়িত লোচনে এতন্মনরথ পূর্ণ মধুর ভাব সংযুক্ত প্রলাপ ময় মধুর বাক্য সমুচ্চারণ পূর্ব্বক বিষাদ রূপ রত্নাকর জল প্রবাহে নিমর্জ্জিত হইলেন,এজগন্মণ্ডলে সে নবীনার সহ পুনর্ম্মিলনের সুসত্য প্রত্যক্ষ ময় দৃষ্টান্তের সম্ভাবনা কি। হে করুনা নিধি প্রভ এই সংসার অকূল তোয়ধি গমনশীল দিবা যামিনী রূপ কুল দ্বয়কে বিদারিত করিয়া সমস্ত ভীতিকর কাল স্রোত অনারত বহিতেছে। তাহাতে মদীয় স্রক্ চন্দন রূপ বিষয়াদির বাসনা ক্রমশ বিলীন হইতেছে। তথাপি মম লোলুপ মন বিগর্হিত শোকাচরিত কর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহ সন্তাপে অধীর হইতেছে। কিন্তু অনাচরিত বি-গর্হিত কর্ম্মে আসক্ত হয় না, সং মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় কেবল মম মন ঐন্দ্রজালিক সম অসত্য পুত্র কলত্রাদি রূপ সংসারে নিমগ্ন হইতেছে। এবং মানস রাজহংস ভবনদীর উৎকট ঘোর তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিতেছে। বিষয় বৈরাগ্য কিম্বা উপশম ফল সু সন্ধান এবং তদীয় অমূল্য সুর বাঞ্ছিত চরণ দর্শনাভিলাষ না করিয়া কেবল মাত্র সুর সুন্দরীর জন্য আকুলিত। হে ভবনিধান হে সর্ব্ব জীবালম্বঃ সেই সৌদামিনী প্রণয়িনীর বিরহ চিন্তাগ্নিতে মম শোকজ তনু পরি দাহন করুন।

ইতি সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহ তাপে প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

দয়ালু পতির স্বপত্নী বিরহ তাপ।

দয়াদ্রভূত সরল পতির কমল হৃদয় এবং কমল মন যাদৃশ আপন সহ ধর্ম্মিণীর প্রতি সরল জনক জননীর প্রতি তেমন সরল মন নহে। তাই বলিয়া কি তাঁহার সরল মন পিতানু রাগী নয়। একথা বলিবার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার স্নেহজ মন যেমন সহ বাসিনীর প্রতি অনুরক্ত এবং স্নেহ ময়, সেই রূপ তাঁহার পিতৃ মাতৃ প্রতি ও একান্ত স্নেহ মন। কিন্তু পিতা মাতা যদি ও স্নেহ ভাজন গুরুতর, তথাপি দয়ালু পতির সরল সুনত মন সহজেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রণয়িনীর মধুর প্রণয় রসে আসক্ত। এবং সর্ব্ব প্রাণির দুঃখে দুঃখিত বেশ ধারণ করে, এই তনু গৃহ বহুল ছিদ্র যুক্ত কাল রূপ ভস্কর অতিশয় পরাক্রান্ত মোহ রজনী নিয়ত সদান্ধকারাচ্ছন্ন জানিয়া সচকিত নয়ন হইয়া প্রতিক্ষণ সতর্কতা পূর্ব্বক জাগৃত থাকেন। মহৎ পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা দেহ তরি ভবসমুদ্র তরণে উপযুক্ত করেন। নিরন্তর সহ বাসিনীর সহিত অপূর্ব্ব মধুর প্রণয়ানন্দ সুধানু সেবনে প্রফুল্লিত থাকেন। তাঁহার সুদৃঢ় প্রত্যয় যে মধুর রসে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভাবের সঞ্চারিত হয়। ইহা জানিয়া তিনি নিয়ত ঐ মধুর ভাবে ভাবিত চিত্ত হয়েন, পতি দেবতা সুচরিত্রা ও ঐ রূপ একান্ত স্নেহ মনা, এবং পতির সুখে চির সুখিনী। পতির তিলেক অদর্শনে যুগ সম প্রতীত করেন, উপযুক্তের সহ উপযুক্তার সংযোগ মিলন হইলে যাদৃশ পরমানন্দের বিষয়, তাদৃশ কিছুতেই হয় না, কিন্তু পতি ব্রতার সে রূপ মন নয় পতি সুশ্রী কি কুৎসিত কি অগুণী কি গুণী কি

জরা কিং তরুণ, তাহার প্রতি দিক্ পাত ও নাই। কেবল মাত্র পতি হিতৈষিণী, কুলাচার নিগড় যুক্ত ধৈর্য রূপ আলান তাঁহার হৃদয় ভূষণ। অনঘ চিত্ত হইয়া দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় দমন করে, এবং বিবেক রূপ হস্তি শাসন লৌহ দণ্ড দ্বারা মদ চিত্ত করিকে বাধ্য রাখেন, বিষিণী পত্র পয় তুলিত জীবন জানিয়া সংসার বাসনা ফল পরিহার করিয়া করুণা নিধির গুণানু চিন্তনে নিযুক্ত থাকেন, পতির কোপ চক্ষু দেখিলে বিয়োগাবহ চিত্তে ক্রন্দন করেন, রাজ মন্ত্রিনী সাদৃশী সদোপদেশ দ্বারা বিপদ ভঞ্জনার্থ অনেকবিধ হিতকর উদ্যমতা পাইয়া থাকেন। উদ্যম ক্লেশকর হইলেও তাহাতে মনোনিবেশ করেন, করণ কালে অনুগত পরিচারীকার ন্যায় সাংসারিক বেবাক কর্ম্ম পতির সুখার্থ পরি সাধন এবং তিতিক্ষা কালে পতির কোপিত রক্তাকৃতি লোচন সংদৃষ্ট হইলেও প্রসন্ন বদনা অবনী সুন্দরীর ন্যায় সমস্ত অসহ্য ভার সহ্য করেন, স্নেহ কালে স্নেহময়ী প্রসূতির ন্যায় স্নেহবতী এবং সর্ব্বদা স্নেহনয়নে স্বামিকে আপ্যায়িত করেন, বাস্তব শয়ন কালে সুশিক্ষিত প্রেমময়ী বিলাসিনী গণিকা হইতে শতাযুত পরিমান সুখামৃত প্রদান করেন, কখনও সংরূঢ় বচন বলেননা, কূতুহল কালে সুরেন্দ্র পদ সেবিত দেব সুন্দরী নর্ত্তকীর ন্যায় সু নৃত্য কৌশল দ্বারা পতির কণ্ঠদেশে ভুজলতা বেষ্ঠন পূর্ব্বক পতির অনুতাপিত চিত্ত সুশীত করেন, বাস্তব ঈদৃশী পতি দেবতা রমনী গুণবতী প্রেমবতী বলিয়া জগজ্জন সদন পরম পূজনীয়া হইবার অসম্ভাবিত কি। এতন্নি বন্ধন দয়ালু পতি প্রণয়িনী চান্দ্রিকারে সর্ব্বাধিক মমতা এবং প্রাণ সম জ্ঞান করেন, ইহার নিগূঢ়তর কারণ এই। এ সংসারে কোন দুরাচার, অনুগত কামিনীকে জীবন সম প্রতীত না করে, কেবল দামপর্ত্ত প্রণয় সুখ পরি বঞ্চিত মূঢ় জন প্রিয়তমারে হতাদর করে, ও ব্যক্তি স্বর্ণ পূর্ণ গৃহে থাকিয়া সুবর্ণ রাশির মর্য্যাদাবগত

নহে। যাদৃশ পঙ্কজ দল পরিবেষ্টিত সরোবরে ভেক নিকর পঙ্কজ সহ চিরকাল একত্রিত থাকিয়াও কমলিনী কুলের মধ্বাস্বাদনে বঞ্চিত। মূঢ় প্রণয়িণী রস বিদিত নহে। জল কুল দ্বারা জলকুলের সমাগম হইয়া জল রাশির যেমন ক্রমশ পরিবর্দ্ধন এবং যে রূপ পদ্ম ক্রমশ অগাধ জল ভেদ করিয়া জল শূন্য হয়। ঐ রূপ স্নেহজ নীর দ্বারা স্নেহ বারির পরিবর্দ্ধিত এবং স্নেহ রস রাশি সমক প্রকারে আবির্ভূত হয়। ইহা বিমূঢ় জনগণ অবিজ্ঞাত সুতরাং তাহারা প্রায় যথার্থ সুখে বঞ্চিত। যদিচ এ সংসারে কেহ কাহার আত্মীয় কি মিত্র নহে। এবং কোন বিষয়েরও যদি সুচির স্থায়ীত্ব না থাকে। অথচ যদিও আমরা সংসার সাগরে প্রারব্ধ কর্ম্ম রূপ উর্ম্মির ফেণ পুঞ্জের ন্যায় পুঞ্জিত অর্থাৎ একত্রীভূত। তথাপি এ সংসারে প্রণয় পদার্থ মহা মণি স্বরূপ অমূল্য ধন এবং সর্ব্ব জন হিতকর। সংসার বিষবৃক্ষে বাস্তব প্রণয় ফল পরম পদার্থ, এবং প্রণয়ীর জীবন স্বরূপ, প্রণয়ী ব্যক্তির জীবন বিনাশে যতোধিক বেদনা না হয়, প্রণয় রতন বিরহে ততোধিক যন্ত্রনা পায়। পার্শ্ব বর্ত্তিনী গৃহে দ্রবিণ কণ অপহরণ জানিয়া যাদৃশ জন সকল স্ববেশ্মনির আরক্ষা করে, প্রণয়ী পুমান সেই রূপ প্রণয় ধনের কথঞ্চি দ্বিরহ বোধে তাহাকে বহু প্রযত্ন দ্বারা স্বকণ্ঠ হার করিয়া রাখে। প্রণয়ী পুরুষ এই জন্য সংসার রূপ প্রমোদ স্থানে সর্ব্বাধিক পরম সুখী। প্রণয়িনীর প্রকৃতার্থ এই, যে রমণ রমণী স্বপতির স্নেহ রসে বশীভুত। পতি যাহার অন্তর্ব্বাহি সর্ব্বদা প্রকাশ মান, এবং যাহার সরল সুনম্র মন ঈশ্বরানুরাগী, ব্রহ্মানুসন্ধান ভিন্ন যাহার সম্বন্ধে সংসার প্রমোদ স্থান বিজনারণ্যবৎ বিভিবিকা, পঙ্কজ কিশলয় দল জল সম জীবনকে অত্যন্ত চঞ্চল জানে, পতিকে কুপথগা দেখিলে জাগ্রত করিবার জন্য সতত চেষ্টা করে, সেই বিশুদ্ধা প্রণয়িনীই

পতি দেবতা, ঈদৃশী পতিগত প্রাণার জন্য কেনই বানা দয়াময় পতি সমুৎকণ্ঠিত হইবেন, নিখিল সংসার তাঁহার জন্য ব্যগ্রচিত্ত হইতেছে। পতি শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ যিনি সুধীর সুপণ্ডিত ঈশ্বর বিবেকী গুণময়, যাঁহার মন সরলতা রূপ করুণা রসাভিষিক্ত। তিনিই কৃপাময় পতি। তাঁহার গুণ কদম্ব ভুবন ব্যাপিনী, এবং সর্ব্বত্র দেদীপ্য মান এবম্ভূত গুণ নিধির সহ বাস জনিত বিলাস কোন গুণবতী নারী অভিলাষ না করে, নিতান্ত পাষাণ হৃদয়া গুণ হীনা কুচরিত্রা কামিনী কেবল এ রসে পরি-বঞ্চিত। গুণীর গুণ কি গুণহীনা নারী জানিতে পারে। যাহারা অমৃত ফল কখনই সন্দর্শন কি আস্বাদন করে নাই অমৃত ফলের আস্বাদন তাহারা কি রূপ পরি বিদিত হইবে, অমৃত ফল দেব পতির নন্দন কাননে থাকে, প্রত্যুতঃ তাহা মনুষ্য কোথায় পাইবে, মূঢ় জন পশু কুল সদৃশ অনভিজ্ঞ ফলতঃ সুধানু সেবনে বঞ্চিত। দ্বিতীয়তঃ অবিবেক অশান্ত বিদ্যারত্ন হীন কেবল মাত্র হিংস্রক দ্বেষী, তাহাকে নিষ্ঠুর নির্দ্দয় পতি বলি। এ সংসারে তাহার অযশ অকীর্ত্তি ব্যাপৃত। তাহার শরণাগত কোন নারী হইবে। কলিতার্থ কৃপানিধি পতির স্নেহ মমতা অনির্ব্বচনীয়। তিনি অহিংস্রক নিষ্পাপী সরল পুরুষ তাঁহার সরল হৃদয় স্নেহ ময়, তিনি বিজ্ঞান পদার্থ সমালোচনা পূর্ব্বক আত্ম বৈরিকে সদোপদেশ দ্বারা জাগ্রত করেন। এবং কার্য্যাদীর প্রতি অগ্র-সর হয়েন। সামান্য হীনকর ঘৃণা সপদ কার্য্যেও পদনিক্ষেক করেন না, স্বরূপতঃ অবশীভুতা স্ত্রীর প্রতিও তাঁহার একান্ত স্নেহ মন। কর্ণ সুধা সুক্তি দ্বারা অর্থাৎ শ্রুতি পরায়ন শোভন বাক্য দ্বারা টল টলায় মান হইয়া অবশীভূতা রমনীর অবশীভূত চঞ্চল মনকে স্ববশীভূত করেন, তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাষ যে মহা মণি রাজ কিরীট শোভাকর, সুতরাং মহামণির অনাদর নাই। তিনি এই

জানিয়া স্ত্রী রত্নের মর্য্যাদা পরিহীন করেন না। নন্দন অসূয়ক ব্যক্তির ন্যায় অসূয় ব্যাবহার প্রকাশ করিলেও পিতার তথাপি যেমন স্নেহ মন। কৃপালু পতিও আপন সহ বাস জনিত সুখানন্দ সুধা প্রদানে অবশীভুত প্রণয়িনীকে নিজের নিকট সেই রূপ বিমোহিত করিয়া রাখেন। যিনি অপরাধিনী কামিনীর অপরাধ অবোধ, ঈদৃশ সরলান্তঃ করণ সুপণ্ডিত দয়ালু পতি গুণাকার, পৃথিবীতে সুদুল্লভ। তিনি ক্ষণকাল প্রণয়িনী বিধু বদনার সহ বাসের অন্তরিত হইলে অমনি পিপাসিত মানসে সরম হেতু ভীষণ সঙ্গোপনারণ্যে একক সমাগত হইয়া হা প্রাণেশ্বরী, হা জীবিতে শ্বরী, হা মম আনন্দ সুখ সিন্ধু, হা পরিতোষ সুধা প্রদায়িনি হা চির ধর্ম্ম ভাগিণী এই সুখময়ী শশী শোভনা সুশুভ্রা যামিনীতে একক বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছি। এ সুখময় বিলাস সময় চির দাসের নয়নের অন্তরাল হইলে শরণাগত অধিন কি প্রকার সংরক্ষিত হইবে, অথবা কিমত জীবন ধারণ করিতে পারে, সূর্য্য মুখী পুষ্প কুল দিন পতির অন্তরিত হইলে স্বকীয় প্রফুল্লতা কি প্রকার আরক্ষা করিবার সমর্থ হইবে, ভেষজ বিতনুতা প্রাপ্ত না হইলে শরীরস্থ ব্যাধি শরীর হইতে কীদৃশ বহির্গত হইয়া শরীর সুস্থ হইবে, হে প্রাণসমে, আপনি মহৌষধি স্বরূপ, পর উপকারিণী আপনার মিলন রূপ মহৌষধি মম বপুস্থ না হইলে বিরহ চিন্তাগ্নি রূপ ব্যাধি নিচয় কিরূপ দূরীকৃত হইবে, হে সুধীরে তোমার তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ রূপ কৃতান্ত ত্রাসে মম শঙ্কাকুল প্রাণ অন্তর্ধ্যান হইল এই বলিয়া কৃপালুপতি বিমর্শ বিনম্র বদনে শোকানুতাপিত চিত্তে নিভৃত স্থানে বিনয়ে ক্রন্দন করেন, এ ভাবামৃত পূর্ণ রস করুণারস সিক্ত হৃদয় ধ্র মানব ব্যতিরেকে প্রস্তর সম পরিশুষ্ক কঠোর হৃদয় কীদৃশ বিদিত হইবে। সমাধি করণ দ্বারা প্রিয় সির বিনোদ বিমোহন

অপূর্ব্ব তম সুকান্তি কদম্ব স্ব হৃদয়ে সংধারণ করতঃ চিন্তারূপ অনশানলে বিদগ্ধ মাধবের ন্যায় বিদগ্ধ হইতেছেন। স্ব আর্ত্তনাদ মনস্তাপ এবং বিলাপ বিসর আকুল নিনদে প্রচার করিতেছেন। যতক্ষণ প্রাণ প্রিয়সির সহ মিল না ঘটে, তত ক্ষণ তাঁহার সরল মনের বিরাম নাই। কেবল ইতস্ততঃ মহান্ধকার ময়ী পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। অপমরণ আশঙ্কা প্রযুক্ত জীবন মাত্র অবশিষ্ট থাকে, শরীর মাংস পরিশুষ্কতা পাইয়া অস্থি চর্ম্ম সার হয়, তাঁহার মন বায়ু সুখদ খাদ্য প্রিয়তম পদার্থের মিলনেও আনন্দিত হয় না, হয় বূ্যহ যাদৃশ উপযুক্ত সইশ বিহনে কুপান্থানুরাগী হয়, তাঁহার মন প্রভঞ্জন সেই রূপ উপযুক্ত প্রিয়সির অভাবে ক্ষুন্ন এবং অযথাযথ অনুপযুক্ত স্থলিতে গমন করে,দর্শনানন্দ কর প্রিয়বস্তুর প্রতিও অস্পৃহা, সেই বিরহ জাতা সুশীলা প্রিয়সির প্রতিবিম্ব সুবর্ণরাশি দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া সম্মুখ নিকেতনে স্থাপন করেন, তাহাতে ও তাঁহার উপশম সুখ লভ্য হয় না, বরঞ্চ ততোধিক ক্লেশকর বেদনা পান প্রথম মাসের নীরদ বূ্যহের গরজনে চাতকের চকিত প্রাণ নীর বরিষণ বিহনে কি প্রকার স্নিগ্ধ হইতে পারে, নব নব লতা কুল ফলবতী তরু রাজীর সমাশ্রয় বিহীন হইলে কি রূপ তাপিত জীবন ধারণে সমর্থশীল হইবে তিনি কেবল অহহর বিষাদ সন্তপাচ্ছন্ন, যেমন তামসী রজনী সদান্ধ কারাচ্ছনা, প্রাণ প্রিয়সির সহ পরি মিলনাভিলাষে পিপাসু মৃগের ন্যায় সতত পিপাসিত ও আকিঙ্খীত। প্রাহ্ন মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন এত ত্রি সন্ধ্যা বর্জ্জি নিয়মিত কাল কেবল মাত্র ঐ অনুতাপাগ্নিতে বিদাহ হইতেছেন দৃষ্টেন্দু নেত্র অর্থাৎ দর্শনেন্দু নয়ন অনুদিন বৃষ্টি বারি সম ঝরিতেছে। বিরহ সাগরে নিমগ্ন হইয়া কখন উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ করিতেছেন। হায় মম জীবিতেশ্বরী চির হিতৈষি চিরানুগত সুহৃদকে কোন্ অপরাধাপবাদে চিরোপরাধী জ্ঞানেসুর

দুরাপ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, মম সরল সুশীল নবীন প্রাণ গরল পূর্ণ দুরন্ত বেদনায় নিয়ত জ্বলিতেছে। যে কালে মিথিলাদি মহর্ষি জনক তনয়া অযোনি সম্ভবা জানকী সুন্দরী লঙ্কাধিপতি রক্ষ কুল ভরসা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলেন; তৎ কালীন যাদৃশ রঘু কুল মণি রাবনারি রামচন্দ্র সীতা বিয়োগ জনিত শোকাগ্নির ভীষণ কুকুণ্ডে বিদগ্ধ হইয়া বিলাপ অন্তরে মধুর স্বরে নিভৃত গিরি শৃঙ্গ দেশে একাকী ক্রন্দন করিলেন, দয়ালু পতি ও সেই রূপ বিরহজ বেদনায় বারম্বার শিরে করাঘাত করিয়া অশ্রু জলে পূর্ণাধরে মলিন বদনে বিরলে বিলাপ করেন, গুরুজন সরমে শোকাচ্ছন্ন মানসে সুকেশীনীর সুকেশ চিন্তনে ক্রমশঃ বিশীর্ণ হইতেছেন, পুনঃ উচ্চে স্বরে বলিলেতেছেন, হে বরাঙ্গনে যদি জীবন ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি। অবশ্যএক দিন তোমার সহ মিলন হইবে এ অনিত্য শোক দুঃখ বিষাদ পূর্ণ জড় দেহে অনেক বিধ যাতনা সহ্য হয়, শত সহস্র শোকে ও বিদীর্ণ হয় না এজন্য এত দিন জীবমান রহিয়াছি! এই যে অতীব প্রবল ইন্দ্রিয় গণ ইহারা তোমার অদর্শনে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হই তেছে। হা প্রাণ প্রিয়ে, তব আনন্দ জনন সুন্দর আনন চন্দ্র এ পোড়ান্ধ নয়ন নিরীক্ষণ করিতে বল পায় না, সুতরাং অধুনাতন মদীয় অবাধ্য করাল সমস্ত ইন্দ্রিয় গণ অবসন্ন হইতেছে। হে প্রাণ মহৌষধি যে ভ্রমর নিকর নলিনীর মধুর রসাস্বাদনার্থ অব্যগ্রচিত্ত, এবং নিরন্তর প্রতিকূল, হায় সেই রস হীন মধুকর পঞ্চভুতাত্মক স্বদেহ ভার নিরর্থক বহিতেছে। অধিন অকিঞ্চনের যত প্রকার মনস্তাপ আপনার নিকট অবিদিত কি। ললনে, স্নেহময় আত্ম বান্ধব স্বজনকে কোন্ বুদ্ধিবতী নারী নিষ্কারণে পরিহার করে, দেখ, দেখ, ললনে নয়ন জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল, বস্তুতঃ উভয়ের এক মন, এক প্রাণ, কেবল শরীর মাত্র বিভিন্নতা ছিল, রে প্রাণ

সমে, এ সুখময় কালে পিপাসু নয়ন যুগলের কি দোষে অন্তরিত হইলেন, নিদয় বিধির নিদয় মনে কি এত বাদছিল, এই বলিয়া অচেতন হইলেন। আপনি যে ঈদৃশী সুখদা প্রিয়তমা, তথাপি বর্ষ পুগান হইল, তব অধরা সব সেবিত হইয়া মম আত্মাভূঃ কামের তৃপ্তি হইতেছে না, যেমন অনল আহুতি সমূহ দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্তি হয় না, মম মন তোমারি শরণাগত, অন্যবিধ রসে রসিক নহে, যিনি সর্ব্ব ব্যাপী যাঁহার মহিমা জানিলে অশ্রুতঃ পদার্থের শ্রবন অস্মৃত পদার্থের স্মরণ অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান লভ্য হয়, সেই বিশ্বপতি পরমেশ প্রসন্নতা হইয়া অধিনের ভুজলতায় আপনার ভার সমর্পিত করিলেন, আমিও পিতার আজ্ঞাবহ হইয়া পিতার এই মধুর আদেশ যথা সাধ্য প্রতিপালনে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্রুটি করি নাই। তথাপি দৈব বশতঃ চিরবিরহের কারণ কি। এ সংসারে সুখদায়ক যে উত্তম লোকের সহসং মিলন, পশ্চাৎ বিয়োগ হেতু সমূহ দুঃখ প্রদান করে, সম্প্রতি মম হৃদয়ে অনুত্তমা ললনার বিচ্ছেদ রূপ সন্তাপ শিখা পর্য্য বেশিত হইল। হে শশী শোভনে আপনি যাদৃশী সাধুশীলা, সচ্চরিত্রা, এবং সরলান্তকরণা, আমিও সর্ব্বাংশে তদনুরূপ আপনি যাদৃশী পতিগত প্রাণা পতি হিতৈষিনী, পতির সুখে সুখিনী, অধিন সেই রূপ তব গত প্রাণ, তব হিতাকাঙ্খী, তথাপি কি জন্য মম নয়ন যুগলের অন্তরাল হইলেন, এই বলিয়া অধৈর্য্যাবস্থায় অচেতন পুত্তলিকার প্রায় মহা প্রলয়ে গিরিন্দ্র ভূতল শায়ী হইলেন। ইতি সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহ তাপে কৃপালু পতির বিলাপ বর্ণন নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় সর্গ।

হে ইন্দুমুখী সৌদামিনী, অধিন শিলী সুখের কিছুই দূর নহে এবং যাদৃশ বন ভেদি হরি যুথপা দিগের কিছুই দুর্গম নাই। তেমনি আপনার অসাধ্য ক্রিয়া কি। হে নীল কুমদে। এতাদৃশী দুর্গম ভেদিনী হইয়া কৃতান্ত সদন কিজন্য অসাধ্য হইলেন। এই শশী শোভনা যামিনীতে সমাদরিত রতন মণি সুর সরিত্তীরে নিক্ষেপ না করিয়া বিষাদ ময় শুষ্ক সরে কি বলিয়া নিক্ষেপ করিলেন। দুরন্ত দুর্জ্জন যেমন অন্য জনের প্রিয়তম সর্ব্বস্ব পদার্থ অপহরণ পূর্ব্বক তাহাকে নিরাশ করিবার জন্য সংগোপনে তাহার ধনবিবর মধ্যে আবৃত করিয়া রাখে, অয়ি নীল নলিনী স্বরূপে,সেই প্রকার মম সর্ব্বস্ব সর্ব্বাস্তক অপহৃত করিয়া কৃতঘ্ন তাপিত হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। মনোজ বেদনোদ্ভুত দুঃখ নিকর যতই স্মরণ করা যায়, ততই কেবল শারিরীক ও মানসিক ক্লেশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। দুঃখের কি অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি দুঃখ অকস্মাৎ মন মন্দিরে সমুদিত হয়,কিছুতেই নিবারণ করা যায় না, এই জন্য দুঃখের বিবরণ স্মৃতিপথে আরূঢ় করিতে বাসনা হয় না। তথাপি দুঃখ পিচাশ আমাকে আক্রান্ত করিতেছে। সম্প্রতি কেবল প্রমোদ লইয়া জীবন রক্ষা করিতেছি। এই শোকাকর্ষণে দেহ রূপ অশনিময় গিরি বিদীর্ণ হইল। ক্ষিতিও বিদীর্ণা হইবার সম্ভাবনা, কেবল সর্ব্বংসহা বলিয়া এপর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয় নাই,প্রতিদিন প্রাণবায়ূ তব সন্দেশ সুধা বহিতেছে। তথাপি অমিলন মিলনের সম্ভাবনা সন্দর্শন হয়না, শোভাকর সুবর্ণ নির্ম্মিত কীরিট ভূতলে ভূরজ বেষ্টিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। কেয়ূর কঙ্কন মালা ভুশায়ী হইয়া অহরহ ক্রন্দন এবং হাহাকার করিতেছে। হা প্রিয়সি গৃহোচিত যাবতীয় পদার্থ

তোমার বিরহে মলিন অঙ্গারবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মম প্রতি শীত রশ্মি চন্দ্রিমা দিনেশ দীধিতি সম প্রখর তীক্ষ্ণ অংশু জাল বিতরণ করিতেছেন। সলিলচয় স্ফুলিঙ্গ সদৃশ আচরণ করিতেছে। কর্পূর কুলিশোপম হইয়াছে। শশি কলা তড়িতের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। প্রভঞ্জন বাড়বানল সমান এবং মলয়জ চন্দন বনাগ্নির ন্যায় এই বন বাসী অকিঞ্চনকে দগ্ধ করিতেছে। এই আষাঢ় মাসে ঘন বাদলে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছেন। ভীষণ মেঘ রাশি হুহুঙ্কার শব্দে অবিরল পৃথিবীর চারিদিক্ কম্পিত করিতেছে। নীরদ হইতে নীর কুল ধারা ঝরিতেছে। বাহিনী পতি হইতে অবিরত বরফ রাশি শূন্য মার্গে উত্থিত হইতেছে বন পালক গণ পল্লব ময় পর্ণশালা প্রতি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে। প্রাণময়ী এ সময় একবার সম্ভাষণ করুণ দগ্ধ হৃদয় সুশীতল হউক। নয়ন হইতে শোকজ বারি স্খলিত হইতেছে। পিপাসু করঙ্গের ন্যায় পিপাসিত। এবং পিপাসাজনিত রোগে সতত কাতর, যেমন সরল কুরঙ্গ কুল সুরম্য কানন পথ বিস্মৃত হইলে চিন্তারূপ লৌহ জড়িত সুকঠিন বীতংসে নিপতিত হয়। মায়াময় ভয়ঙ্কর বন্দী গৃহে নিরত বন্দী আছি। এই অভিরুচি রূপ বন্দী শালার চতুপার্শ্বে ভীষণ ভীষণ মূর্ত্তিধারী যমদূত সম কোপিত লোহিত চক্ষু প্রহরি বর্গ শেল শূল প্রভৃতি তীক্ষ্ণতর অস্ত্র নিকর ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সম্প্রতি কিরূপ জীবিত রহিব। মন স্রক চন্দন বনিতাদি রূপ বিষয় আমিষের সম্ভোগে ক্রমশ যথার্থ জ্ঞান নিঃসরণ হইতেছে। মনের দ্বন্দ সহিষ্ণুতা এবং নির্দ্দৈন্যতা ও গুরুজন প্রতি নম্রতা একবারে বিরহিত হইয়াছে। মনের সাধু সঙ্গে অভিরুচি নাই। জ্ঞানের অগোচর প্রযুক্ত যেমন বাক্যাদি প্রকাশ হয়না। তোমার বিরহ হেতু ক্ষমাভরণ সেই রূপ মম দেহে অশোভাযুক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরানুরক্ত শ্রদ্ধা

বান ব্যক্তির করুণাদি গুণ সম্পন্ন কমল হৃদয়ে যেমন যথার্থ জ্ঞান পদাধিকার করে। তব বিরহ জনন শোক চিহ্ন মম উত্তাপিত হৃদয়কে অধিকার করিতেছে. বাস্তব দুর্জ্জন সঙ্গতি সুশীলের অসম্পত্তি। কু সঙ্গ এমনি প্রচণ্ড যে বিদ্যা বিনোদীর সরল গুণ সম্পন্ন মন ও অকস্মাৎ কুবত্মে অগ্রগামী করে, হে মধুর ভাষিণে। আপনার সহ বিবাহ হইলে যত প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। বোধ করি এ ক্ষণ বিধ্বংসি জীবনে তাহার ঋণতা পরিশোধের সম্ভাবিত কি? দেখ, প্রবাহ বাহিনী সমুদ্র প্রতিদিন বাডবাগ্নির প্রখর তর উত্তাপে সন্তাপিত হইতেছে। উহা কি তাহার নিবারিত হইবার সম্ভাবনা। কখনই না, অয়ি সুচন্দ্র বদনে মদীয় পাপ বিশিষ্ট কলঙ্কিত নিন্দিত অন্তরে ঘন ঘন যে সন্তাপ পুঞ্জ সমুজ্বলিত হইতেছে। তাহার নিবারনের অসম্ভাবনা, আপনি সর্ব্বাংশেই মমানুগতা মৃত্যু সঞ্জীবনী মহৌষধী স্বরূপা, এবং সর্ব্বদা আমার উপকারিণী, অমি আপনকার সম্বন্ধে নিতান্ত অযোগ্য পতি। এবং বিমূঢ় মতি। পাপীষ্ঠ বলিয়া প্রথিত। অহরাত্র অনাহত কলহ বিবাদ দ্বারা আপনার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। যে প্রকার প্রদীপ্তমান বৈশ্বানর গৃহস্থ দারিদ্র লোকের সর্ব্বনাশ করে, আমিও সেই রূপ বার বার তোমার সর্ব্ব সুখ নাশ করিয়াছি। হায়, অবিরাম বিষতম পরুষ বচন বাণ বরিষণ করিয়া তদীয় মধুর কমনীয় মূর্ত্তি বিদীর্ণ করিয়াছি। তথাপি কোন দিন ও মধুর কমল স্নেহ বিকার প্রাপ্ত হয় নাই। মন্দ মতি নৃসংশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলীষ্ঠ মনুষ্য পশু যেমন সরল দুর্ব্বলের নিকট সতত প্রচণ্ড। এ দুরাচার নরাধম নির্দ্দয় আপনার সম্বন্ধে ভ্রমবশতঃ কেবল দৃঢ়তর ছিল। সম্প্রতি পাপ হৃদয় বিবেক রূপ রসান দ্বাষা পরিমার্জ্জনা করিয়া দেখিতেছি যে প্রাণময়ী আমার সম্বন্ধে বাস্তবিক পরম পবিত্র শীলা ছিলেন, এবং তাঁহার নির্দ্দোষ

চরিত্র কদাচন দোষ সংযুক্ত ছিল না এখন বিশিষ্ঠ প্রকার জানিতে পাইলাম, অদোষ বস্তু ভগ্ন করিয়া পশ্চাৎ তাহার বিয়োগে বিফলানুতাপ মাত্র। আপনি আমার স্নেহবতী রমনী; আমি আপনার অস্নেহ নিষ্ঠুর স্বামি, আপনি ফুল্লিত পঙ্কজের ন্যায় সর্ব্বদা সু কোমল, আমি কেবল প্রতি দিন নারি কেল ফল তুল্য কঠিন হৃদয়, আমি প্রতিক্ষণ আপনার অহিতকারী আপনি নিরন্তর আমার হিতৈষিনী, এবং আমার সুখার্থ নিরত সচ্ছন্দ সুখশান্তি প্রদান করেন, আমি কেবল পুরুষ বচন দ্বারা আপনার হৃদয় বিদ্ধ করি, আপনি দামপও প্রণয় রত্ন ভুষিতা, আমি দামপও প্রণয় রতন পরিহীন এবং ভ্রম রের ন্যায় নানা ফুলের রস আস্বাদন করি, আপনি মম সংসর্গ সুখ সুধা দায়িনী, এবং কাম গন্ধহীনা, কেবল পতির সুখার্থ বিলাস সম্ভোগ করেন। আপনার নিজেন্দ্রিয় প্রীতিচ্ছা কিঞ্চিন্মাত্র ছিল না, তবে যে বেশ বিন্যাস করিতেন, তাহা নিজ প্রীতির জন্য নহে। মম সুখার্থ কেবল বেশ বিন্যাসের তাৎপর্য্য। আপনার কাম বিলাস প্রেম নাম ধরে, শাস্ত্রে নিজেন্দ্রিয় প্রতিচ্ছার নাম কাম কহে। পরেন্দ্রিয় প্রতিচ্ছা প্রেম নাম ধারণ করে, আপনি সতত সুধীরা সুমিষ্ঠ ভাষিনী। আমি সতত চঞ্চল, এবং রূঢ়তম বচন বলি। হে সুকুন্তলে সর্ব্বাংশেই এদাস আপনার অযোগ্য পতি। এবং লঘুতর, আপনি বাল্যাবস্থায় জুনিয়া দহ গ্রামে পিতার মন্দিরে ছিলেন, তৎপর আমার সহ আপনকার পরিণয় সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে আর আপনি আমাকে ছাড়িতেননা, বিহঙ্গ শাবকের ন্যায় সর্ব্বদা আমাকে হৃদয় ক্রোড়ে রাখিতেন। তথাপি মম চঞ্চল মন ইতস্তত ভ্রমণ করিত। তব রূপ লাবন্যে অনুরক্ত ছিল না। হে শ্যামল কুন্তল ধারিনে, আপনি অনুগত পরিচারিকার ন্যায় আমার অনুগত। আমি আপনার

ফুল্লার বিন্দ যুগল চরণে অসীমাপরাধী। আপনি তীর্থ পদ ভগ বান কৃষ্ণের বিলাসিনী দাসী। আমি নিরাকার পর ব্রহ্মের পাপী সন্তান। উভয় মনের এই একটু মাত্র ব্যবধান ছিল। কিন্তু অনুনাতন আমা দ্বারা নানামত সদোপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্ত্ববোধিনী হইয়া ছিলেন এখন কেবল উভয় মনের একাগ্রতা হইবে। এই সময় করাল বৈবস্বত আমার সর্ব্বনাশ করিল। প্রলয় পবনে যে রূপ হিমালয় গিরিন্দ্র বিচলিত হয় না, হে শান্তি রূপিণী সহস্র বার নির্ঘাতনেও আপনার অবিচলিত হৃদয় কদাচ বিচলিত হইত না। হে পরিশুদ্ধ প্রণয়ানুগতে আপনার প্রসন্ন তায় শোকে প্রবোধ জনক আশ্বাস, ক্ষুধায় কাতর হইলে সুখকর আহার্য্য দ্রব্য, পিপাসায় কর্পুর মিশ্রিত সুশীতল জল, ব্যাকুল-তায় সুখময় শান্তি। বিপদ সাগরে আশ্রয় তরণি ক্রোধ কালে ধৈর্য্য জ্ঞান পাইয়াছি। গগণ বিহারি বিধু যে দুরাচার রাহু কবলে নিপতিত হইবেন, এ বিষম বিষয় কি রোহিনীর মনে ছিল। ভাবিয়া ছিলাম শশী ভূষণা রজনী চির দিন তমহীনা হইবে, কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব দেখিতেছি। সুচন্দ্র বদনে এই ঘোর দ্বিপ্রহরা তিমিরা বৃতা তামসী যামিনী কালে কিসের জন্য নয়ন পলাশ পদ্ম বিমুদ্রিত করিলেন, রে বিসুচীকা তুই কি এমন নিষ্ঠুর, এমনি করাল, বল দেখি কাহার আদেশমত আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলি, ধিক্ রে নির্দ্দয় কোন নিঠুর বিধি তোমাকে সৃজন করিলেন, তুই বজ্রাগ্নি হইতে ও কঠিন, তোমার প্রতিক্ষণ ধিক্ তুই অসময় অবিচারে কি বলিয়া মম তরুণ যুবতীরে সংহার করিলি, উঠ উঠ সুকেশীনি। একাল রজনী অবসান হইল। কেন আর অশ্রু জলে ভাসিতেছ। কেনই বা মুদিত নয়নে ক্রন্দন করিতেছ। কিসের জন্য শয়ন শয্যা পরিহার করিয়া রস বতী তলে নিপতিত হইলেন, কি জন্য তত্ত্ব

সুখ সুধাকর ম্লাণ হইল। আবার কিসের নিমিত্ত প্রসন্ন বদনে সুমৃদু সুধাসম সুমিষ্ট ভারতি শুনিতে পাই না, হে হৃদয়েশ্বরী কি জন্য বাত শূন্য তরু পল্লবের ন্যায় নিস্পন্দন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, কেনই বা নীল নলিনী রূপ তব দিব্য কলেবর অঙ্গারবৎ কদাকার হইল। সুগোল সুন্দর নিতম্ব বিম্ব কিসের জন্য শুষ্ক; কেনই বা স্মিত বদনে হলাহল বর্ষণ এবং মধুর রস পূর্ণ পর্ব্বতকার স্তন দ্বয় ধরাসনে পড়িয়া ভূরজ মিশ্রিত হইয়া ধূসরিত হইতেছে। কি জন্য শ্যামল চিকুর পাশ ধরাতলে পড়িয়া কুটিল ভুজগ সমান মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চারিত হইতেছে। ভুজ দ্বয় মৃত ভুজঙ্গের ন্যায় কেন শরীরের সহিত জড়িত, তব বদন রূপ পঙ্কজ কাননে প্রতিদিন অলি কুল পরিভ্রমণ করিত। এখন ত তাহার চিহ্ন কিছু মাত্র দৃষ্টি হয় না, কেবল অশ্রু পূর্ণাধরে ক্রন্দন করিতে দেখিতেছি। এই দুঃখ রূপ অঙ্গারক তীব্র সংসার চুল্লীর ন্যায় গম্ভীর এখানে এত বিধ দুঃখ কি প্রকার সহ্য করিব, হে সরলে বিরলে উপবেশন করিলে তব স্ফুট কুসম যৌবন, এবং তোমার সুধা স্বরূপ মধুরিমা পূর্ণ ললিত সুমধুর বচন স্মরণ হইতে থাকে। তখন তব বিরহ রূপ নব কাল কুটের কটুতা বিষ নির্ব্বাসন না হইয়া বরঞ্চ প্রকটিত হয়। এবং বিরহ জনিত দুরন্ত সন্তাপ রাশি সমুজ্জ্বলিত হইয়া আমাকে আকুল করে, সৌদামিনী। তোমার প্রীতিময়ী পিরিতি নিরন্তর মম আত্মাভ্যান্তরে জাগরিত হইতেছে। এ প্রেম সতত বক্র, এবং সুমধুর, অথচ আস্বাদন যুক্ত। এই প্রেমের হর্ষে অমৃতের মাধুর্য্য রূপ অহঙ্কারকে সঙ্কোচন করে, এ প্রেম তবানুপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, এখনত এ প্রেম প্রকাশ পায় না, কালের কি আশ্চর্য্য গতি। বরিষাগমে পূর্ণেন্দুর পূর্ণকান্তি কদম্ব ও প্রকাশ পায় না, রে শান্তি গৃহিনে, ত্রিলোক সংসারে তব সতীত্ব রূপ

করীন্দ্র কুন্দ কুমদ ক্ষীরোদ নীরোপম কীর্ত্তিশ্চন্দ্র অক্ষয় হইবে, তপন মণ্ডল বিক্ষয় হইলেও তোমার পবিত্র যুক্ত সতীত্ব কীর্ত্তির বিলোপনের সম্ভাবনা নাই। রে যুগল মধুর সুগোল পয়োধর ধারিনে যে দিন আপনি মন্মোথ সুখ পুর্ণ করিয়া প্রমোদিত মনে পীন পয়োধর দ্বয় সুনীল বসনে আচ্ছাদন পূর্ব্বক কুরঙ্গ নিন্দিত সুন্দর নয়ন যুগলে কর্জ্জল রেখার্পণ করতঃ শ্যামল কুঠিল কুন্তল বিবিধ ভঙ্গিমায় বন্ধন করিয়া অনুস্যুত পরিচারক সমীপ সমাগত হইতেন। সে দিন এ কিঙ্কর আমুষ্মিকাদীর অমৃত বিষয় সম্ভোগ করিত। হে সতী সে সুখের সে সুদিন এখনত দৃষ্টি হয় না, গৃহে যখন একক গমন করি তোমার চন্দ্র বদন অদর্শনে বিশালতর ক্লেশকর সন্তাপ পাই। যে দিক নেত্র পাত করি, তোমার অদর্শন জনিত বিষাগ্নি আমার সরল হৃদয়কে দগ্ধ করে, তখন সংসার পরিহার করিতে অভিরুচি হয়, তথাপি প্রবল রিপু সংসার হইতে পথির পথিক অথবা শান্তগুণান্বিত সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগীর ন্যায় বিয়োগ প্রেম মণির ভিকারী করে না, রে পঙ্কজাননে, শয়ন সময় আপনার পরিশুদ্ধতা মিলনে, এবং আপনকার উপহৃত ভক্তি গ্রহন পূর্ব্বক দুঃখেও অপূর্ব্ব মধুর সুখ শান্তি সম্ভোগ করিতাম, অধুনা একক প্রিয়া শূন্য শর্য্যায় শয়ন, একক যামিনী যাপন, বল কি রূপ এরূপ ভয়ঙ্কর যাতনা সহ্য এবং মনের সহিষ্ণুতা লাভ হইবে। হে বিষয়ামিষ পালস মানস মার্জ্জার তুমি চঞ্চল হইও না,জগদীশ্বরের করুণার প্রতি নির্ভর কর, শ্রীমতি মন্মোহিনী সন্ততিরে লইয়া একক কিছু দিন প্রিয়া শূন্য গৃহে অধিষ্ঠীত হও। এক দিন পর মেশ অবশ্যই তোমার চঞ্চলতা নিরাকৃত করিবেন। তুমি সতত ধৈর্য্য ধারণ কর, করুণানিধি অবশ্য এক দিন মৃত দেহ সজীব মান করিয়া সে প্রিয়সির বিরহ দূরীকৃত করিবেন। ইতি সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহ তাপে বিলাপ নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ সর্গ।

নিজকৃত শ্লোকঃ।

মৃদুল কমল সমা ললন ললনাতনুঃ। নেত্রাদ্‌সুধা কুসমাসারং ক্ষিপতি বনিতা মম। ঘনাবৃতা চন্দ্রিকামিব রুদতি রজ রঞ্জিতাঃ। কাঁচ মূল্যেন বিক্রীতো তয়া চিন্তা মণির্ম্মম।

অস্যার্থঃ।

মৃদুতর কমল তুল্য আমার স্ত্রীর ললিত শরীর, আমার বনিতা নেত্র হইতে শোকজ সুধা পূর্ণ কুসম বৃষ্টি ধারা ক্ষেপণ করিতেছেন মেঘাবৃত চন্দ্রিকার ন্যায় অর্থাৎ চন্দ্রিকা যেমন মেঘাচ্ছাদিত হইয়া স্বনাথ চন্দ্র বিরহে ক্রন্দন করে। সেই রূপ সে ললনা রজ কৃত রঞ্জিত হইয়া রোদন করিতেছেন। আমার সেই চিন্তামণি রূপা সৌদামিনী সামান্য কাঁচ মূল্যে বিক্রয় হইল অর্থাৎ বহু মূল্য বিশেষ পদার্থ সামান্য দরে বিক্রয় হইল। সুতরাং অনিত্য সংসারে থাকিয়া বৃথা জড় দেহ ধারণের প্রয়োজন কি।

সরুরুহ কোর কাক্ষী সুদীর্ঘ কেশীর, ১
মধুর অধর পান, বদন চুম্বন,
কমল তনু ধারণ উরসি* কমলে, ২
রঙ্গাবতার পুষ্প মকরন্দ মর্দ্দন,
কস্তুরিকা পত্রিকায় কপোল কলক ৩
রচনা, প্রনয় কোপে প্রনাম কথন,
করিয়াছি, স্বর্ণময়ী এ বিহার স্থলী, ৪
নয়নানন্দ প্রদায়িনী লোকে বলে যারে।

* উবসি। বক্ষে।

শতধা বিদীর্ণ কেন না হয় মানস, ৫
সুধা হৃদ্য প্রিয়া রূপে আয়ত নয়না।
করি করভ দশন কান্তির সমান ৬
যাঁহার কপোল হয় অতিচমৎকার।
গণ্ডোল্লসিত পুলক বদন যাঁহার, ৭
মুহুর্মুহু হাস্য পূর্ণ, গাম্ভীর্য্য অন্তর,
গোদাবরি রম্য বারি সম স্নিগ্ধ ময়ী, ৮
কায়স্থ বংশজ রূপা দেব বৈজয়ন্তি,
মম লোচন চকোর নরেন্দুর রেখা, ৯
শিরীষ কুসম মৃদ্বী; পরম সুন্দরী,
হায় সেই কৃশোদরী কে বা নিল হরি। ১০
প্রিয়া মম কৃশোদরী, তাহে কুচ ভারে
সদা নম্রা, যথা তরু ফল দল ভরে। ১১
কুটিল গমন প্রিয়া সহিতে না পারে।
শিবিকা রোহনে অতি ক্লেশ বোধ করে, ১২
কেমনে কণ্টক ময় অনুপথ গামী।
উত্তুঙ্গ হৃদয় রুহ পীড়ন বিধুরা, ১৩
মলয় প্রোদ্ভূত মন্দ অনিল নিকর
যার সন্তর্পিত হৃদে নিতিদিত তাপ, ১৪
কি রূপ করিব তার বিরহ সঞ্চিত।
প্রিয়া তব মধ্য দেশ লইল কেশরী, ১৫
হরিল, প্রসূনস্মিত নেত্র মৃগগণ,
চম্পক কুণ্টল* কান্তি, নিনদ কোকিল, ১৬
বল্লীকুল মাধুর্য্যতা, করিবর গত,
এই রূপ অনুমানি। নৈলে কি ও আঁখি ১৭

* কুণ্টল। কলিকা।

নাপড়িত এ নয়নে। জীবিত বল্লভে।
হা ভূতল অধিষ্কৃত পূর্ণ চন্দ্র রেখা, ১৮
হা বি দগ্ধ শালাঙ্গন বাস যষ্টি রূপা,
হা মম এ জীবিত অবলম্বন শাখে ১৯
হা প্রিয়ে কোথায় এবে করিলে গমন।
ভূরজ রঞ্জিত তনু, বিদীর্ণ মানস, ২০
সে তব পতিরে ভূমি নিজ কান্ত নিভ
আলিঙ্গিল। এক দেহে কত দুখ সব, ২১
অনুদিন অনুশৈল তব অদর্শনে
ইন্দু মুখি। শশীমুখে না হেরি নলিনী ২২
যেমতি কাতরা নিতি। দুর্গম গহন
মৃগের যেমন প্রিয়, আপনি আমার। ২৩
সম্প্রতি বিরহ তব সহিব কেমন।
অনিন্দিত মতি তব কলঙ্কিত কেন। ২৪
দুরতিক্রম বিষাদ বিমর্শ মিলিত
ঘর্ম্ম উর্ম্মি মর্ম্মচ্ছিদ কদম্ব কুসম ২৫
পরাগ মিশ্রিত ঘোর ঝঞ্ঝানিল কুল,
রোধিল কুকুভচয় এক্রম বিপদে, ২৬
নীল বর্ণ মেঘ শ্রেণী অটনায় যাহা
করিতেছে পরি গ্রহ পয়োবেনী কণ। ২৭
ওহে তরু কুল রাজী গুরু গিরি স্থিত,
বহু পুষ্প যুত তুমি, উচ্চ দৃষ্টি তব, ২৮
হইতেছ ঘূর্ণমান বাত কৃত তুমি,
বিম্বোষ্ঠী সুচারু নেত্রা গজেন্দ্র গমনা ২৯
সুদীর্ঘ চিকুর ধারী সুমধ্যা প্রিয়ারে
দেখিয়াছ নাকি তুমি। কহ না এ দাসে॥ ৩০

ভো ভুজঙ্গ ফণীবর পবন ভোজন,
তরুণ পল্লবনিভ লোল জিহ্বা তব, ৩১
ক্লম খেদ, বিষাদ। কুকুভচয় দিক্সকল
কণ শীকর সাধু। ছিদঃ সর্ব্বথা বিনাশক ৩২
বন্ধুক কুসম সম শোভিত নয়ন,
উত্তুঙ্গ বিভোগ তব, রহ পথে তুমি, ৩৩
দেখিয়াছ না কি ফণী চন্দ্র মুখী ধনে।
ভূমিধর ভুবঃ মধ্যে উর্চ্চতর তুমি, ৩৪
গগণ পরশে তব ভীমতম শৃঙ্গ,
এ তব কন্দরোদরে নানা ফল মূল, ৩৫
বহিছে বাহিনী পতি কন্দর ভিতরে,
হেরিয়াছ নাকি গিরি পর্ব্বত বধূরে। ৩৬
অয়ি স্রোত বতী নদী স্রোত ময়ী তুমি,
সতত প্রবাহ বতী যথা তথা গতি, ৩৭
দেখিয়াছ না কি নদী ইন্দু মুখী ধনে॥
কহি সে বারতা দাসে লহ তার কাছে। ৩৮
ইতি সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহ
তাপে চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম সর্গ।

সৃজন কারণ লয় কৃপার মন্দির,
আপনি। এমূঢ় দেক সাধুর কিরূপ ১
সুনির্ম্মল শুদ্ধ চিত্ত, প্রণয়ী হইবে।
রজত কনকদ্যুতি কোন যুগে ধরে। ২

যথা দেব দেব ব্রত পিতৃ পিতৃ বৃত্ত।
যেমন ভূতেজ্যা পায় শরীক ধারক। ৩
তব সুনির্ম্মল প্রেম পূত সাধু প্রতি
তেমনি বরষ প্রভু। মূঢ় প্রতি নহে, ৪
অপার মহিমা তব, দিয়াছ আপনি
স্থূলতা শরীর কিন্তু সার গর্ভ হীন, ৫
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা দিলেন আপনি।
চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় রসনা বদন, ৬
হস্ত পদ ত্বক ওষ্ঠ দশন নিকর,
প্রাণ মন ধন সুত গৃহিনী আলয়, ৭
জনক জননী ভ্রাতা ভগ্নী ভগ্নী পতি,
পিতৃস্বসা মাতৃস্বসা কুটম্ব বান্ধব, ৮
শ্যালক সম্বন্ধি মিত্র দুহিতা মাতুল,
স্নেহ ময়ী মাতুলানী দিলেন আপনি। ৯
ছিলাম প্রসূতি গর্ভে জড় পঙ্গু প্রায়,
গড়িলা দেহ পিঞ্জর, তাহে দিলা প্রাণ ১০
চক্ষে জ্যোতি দিয়া পুনঃ আনিলা এখানে
চেতন পাইনু এবে, দেখিলাম ভব, ১১
জননী হৃদয়ে দিলা স্নেহ নীর চয়,
বিতরিলা ক্ষীর স্তনে, আনন্দ পবন ১২
বহিছে হৃদয় দলে প্রতি শ্বাশ সহ।
নাজর্ম্মিতে সৃজিলেন এভব আপনি, ১৩
ধান্য শস্য পরিপূর্ণ বিবিধ সামগ্রে।
অতুল ঐশ্বর্য্য দিলা, এ নব যৌবন। ১৪
রবিশশী তারা বলী ভীষণ বারিদ,
আকাশ অবনী গিরি এসপ্ত সাগর, ১৫

অতল বিতল আর সুতল পাতাল;
অনন্ত কানন রাজী অপার পাদপ,　　১৬
হিমালয় মহা গিরি সুমেরু শিখর,
শত শত হ্রদ নদী, যমুনা সরযূ,　　১৭
গোদাবরী সরস্বতী কাবেরী নর্ম্মদা,
কনক রজত মণি পরশ পাথর,　　১৮
হীরক প্রবাল অভ্র নানা ধাতু বৃন্দ,
সৃজিলেন ধরাতলে মহীকুল পতি,　　১৯
মানব বাসনা হেতু।　না যাচিতে প্রেম
বিতরিছ সাধু প্রতি, অজর* অমর।　　২০
আদিত্য মণ্ডলে তব বিরাজিত জ্যোতি,
প্রখর সুতীক্ষ্ণ ময়, হে আলোকা লয়॥　　২১
আপনি আলোকা লয়, শীতাংশু মণ্ডলে
সুশীত আতপ তব সুধামৃত ময়।　　২২
বিকচ প্রফুল্ল ফুলে তব কান্তি চয়
বিদ্যমান।　তরু পত্রে প্রথিত নৈপুণ্য।　　২৩
অপার মহিমা তব সর্ব্ব ব্যাপী, নাথ।
অদূরে থাকহ প্রভু, এমম আরতি।　　২৪
ইতি সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহ তাপে
পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ।

---

* অজর অমর প্রেম। অর্থাৎ যে প্রেমের বৃদ্ধা বস্থা নাই প্রতিক্ষণ যৌবনা বস্থা অথচ নিত্য। এবম্ভূত প্রেম সাধুপ্রতি বিতরণ করিতেছ।

নিজ কৃত শ্লোকঃ।

আস্বাদ্য স্বয় মেবাহং মহতী র্ম্ম র্ম্মচ্ছিদো যাতনা,
রচয়াম্যহ মেকাধিপ প্রলাপ ভারতি মিদং॥
ন গতি বিদ্যতেনাথ ত্ব মেক শরণং মম।
যত্র গমিষ্যতে তেন বিতর তত্রমাং বিধিঃ॥
বিয়োগ শঙ্কিত তেন বিধুরো প্রতি নিয়তং।
নকথয়সিচাটুং মৃষাং তত্ত্বং প্রার্থয়ে মনঃ।

অস্যার্থঃ। হে একাধিপ গুরুতর মর্ম্ম পীড়ক বেদনা আমি নিজেই আস্বাদন করিয়া এই বিলাপ ময় বাক্য রচনা করিয়াছি। হে নাথ আমার কোন উপায় নাই। আপনি এক মাত্র আমার আত্মীয়, সেই প্রিয়সি সৌদামিনী যে স্থানে গমন করিয়াছেন। হে বিধি সেই স্থান আমাকে বিতরণ করেন, তাঁহার বিরহ রূপ শঙ্কায় সতত বিকল। আপনি মিথ্যা প্রিয় বাক্য বলেন না, সেই হেতুক আপনাকে মন প্রার্থনা করিতেছে।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

